<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>
<u>দেওয়ানী আপীল বিচারক্ষেত্র</u>
<u>আপীল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি হরিষ ট্যান্ডন
এবং
সম্মানীয় বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

২০১৮ সালের এফ এ টি ২৬৫
প্রীতি সিং
বনাম
সন্তোষ সিং

<u>উপস্থিতিঃ</u>

আপিলকারীর পক্ষে

শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি, উকিল

শ্রীমতী চন্দনা চক্রবর্তী, উকিল

উত্তরদাতার পক্ষে

শ্রীমতী সোহিনী চক্রবর্তী, উকিল

শ্রী সৈয়দ জুলফিকার আলী, উকিল

রায়ঃ- ১৮.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন:-</u>

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ (১) (i-a) ধারার অধীনে দায়ের করা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন খারিজ করে নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে স্ত্রী তাৎক্ষণিক আপিল দায়ের করেছেন।

নিষ্ঠুরতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনটি স্ত্রী কর্তৃক শুরু হয়েছিল, অভিযোগ করে যে, উত্তরদাতা /স্বামীর আচরণ এবং

যা নিষ্ঠুরতার শামিল। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে স্বামী একজন বিকৃত পুরুষ এবং কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন যা আবেদনকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং এই ধরণের মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য হওয়ার কারণে, একটি আশ্রয়ের নীচে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। তিনি আবেদনে আরও বলেছেন যে যদিও তিনি চারটি সন্তান, তিন কন্যা এবং এক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পুত্র মারা গেছে যা বিবাদীকে ক্ষুব্ধ করে এবং ক্রমাগত ঝগড়া এবং নির্যাতন শুরু করে যা অসহনীয়। তিনি আরও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যখন বিবাদীর ছোট ভাই তাকে যৌন নির্যাতন করেছিল কিন্তু শাশুড়ি এবং বিবাদীকে রিপোর্ট করা সত্ত্বেও, প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে এটি উক্ত সমাজে বেশ স্বাভাবিক। তিনি আরও বলেছেন যে বিবাদীর সাথে থাকার কারণে তিনি বিপদের ঝুঁকিতে আছেন এবং উপরোক্ত কাজ এবং আচরণ নিষ্ঠুরতার সমতুল্য।

লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী এই ধরণের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ছোট ভাই উত্তরপ্রদেশে থাকেন এবং বর্তমান পক্ষগুলির আবাসস্থলে কখনও যাননি এবং তাই, কথিত ঘটনার অভিযোগে অভিযোগটি বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি এবং তৈরি করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে আপিলকারী বিবাহ প্রতিষ্ঠানের বাইরে উক্ত এলাকার বাসিন্দা অন্য একজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাকে অপহরণ করেন এবং বিবাদীর দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে তাকে উক্ত ব্যক্তির হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়। যদিও অভিযোগটি এফআইআর হিসাবে দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপিলকারীর দেওয়া বিবৃতির ভিত্তিতে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কোনও প্রমাণ পাননি

আপিলকারী স্বেচ্ছায় তার সাথে বিবাহবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাকে অপহরণ করে। লিখিত বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তার পরিবার বিবাদীর সাথে থাকা তিন মেয়ের সাথেই সুখী ছিল এবং আপিলকারী বিবাদীর সাথে দেখা করতেও আগ্রহী ছিল না, যেদিন থেকে সে বিবাদীর সাথে বিবাহবাড়ি ছেড়ে তার বাবা-মায়ের সাথে থাকতে শুরু করে। বিবাদীর স্পষ্ট অবস্থান হলো, তিনি বেশ কয়েকবার আপিলকারীকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন; এমনকি বড় মেয়েকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনে আপিলকারীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। পরিশেষে লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বিবাদীর এখনও আপিলকারীর প্রতি ভালোবাসা এবং স্নেহ ছিল এবং তিনি সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন এবং এখনও চান।

এই মামলায় পক্ষগুলির জবানবন্দি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। মজার বিষয় হল, পক্ষগুলির বড় মেয়েও বিবাদীর দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন। আমরা পরে তার জবানবন্দি নিয়ে আলোচনা করব, কেবল আবেদনে নয়, জবানবন্দির সময়ও আপিলকারীর দ্বারা করা অভিযোগের সত্যতা এবং সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

মামলাটি নিষ্ঠুরতার উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং তাই, ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ১০ এবং ১৩ ধারায় নিষ্ঠুরতার ধারণাটি কী তা নিশ্চিত করা আদালতের একনিষ্ঠ কর্তব্য হবে।

উক্ত আইনে নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি, তবে বিভিন্ন বিচারিক সিদ্ধান্ত থেকে এটি মানসিক এবং শারীরিক নিষ্ঠুরতা উভয়কেই নিজের মধ্যে ধারণ করেছে। আইনে নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞা না দেওয়ার স্পষ্ট কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে যে নিষ্ঠুরতার কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং মাঝে মাঝে

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যা নিষ্ঠুরতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তা অন্য ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে, বিশেষ করে যখন নিষ্ঠুরতা পক্ষগুলির মানসিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। ইংল্যান্ডে নিষ্ঠুরতার সু-স্বীকৃত অর্থ হল এমন একটি আইন যা অন্যের মনে বিপদ সঞ্চার করবে এবং আচরণ থেকে অথবা অন্যথায় নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ধারণ করবে যে এক আশ্রয়ের অধীনে বসবাস জীবন, অঙ্গ এবং স্বাস্থ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনবে। তাই বৈবাহিক বিরোধের অধীনে নিষ্ঠুরতা গঠনের একটি প্রাথমিক উপাদান হল যে একজন স্বামী/স্ত্রীর সাথে অন্যজনের আচরণ এবং আচরণ এমনভাবে করা হচ্ছে যাতে অন্যজনের মনে এই আশঙ্কা তৈরি হয় যে একসাথে বসবাস ক্ষতিকারক এবং ক্ষতিকারক হবে। মানসিক নিষ্ঠুরতা নির্ণয়ের আরেকটি জটিল পদ্ধতি হল ভিন্ন সংস্কৃতি, নীতিগত ও নৈতিকতা এবং পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিবেশ। এক ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুভূত নিষ্ঠুরতা অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা নাও হতে পারে কারণ পক্ষগুলি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সেই পরিবেশের বৈষম্য রয়েছে।

পারভীন মেহতা বনাম ইন্দরজিৎ মেহতা (২০০২) ৫ এস. সি. সি ৭০৬-মামলায় শীর্ষ আদালত একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মৌলিক নীতিগুলিকে বিস্তৃতভাবে সংক্ষিপ্তসার করেছে যে একটি পক্ষের কাজ বা আচরণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা গঠন করেঃ

"২১. ধারা ১৩ (১) (i-a) এর উদ্দেশ্য অনুসারে নিষ্ঠুরতা হল একজন স্বামী/স্ত্রীর অন্যজনের প্রতি আচরণ হিসেবে ধরা, যা স্বামী/স্ত্রীর মনে যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা তৈরি করে যে, অন্যজনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে নিরাপদ নয়। মানসিক নিষ্ঠুরতা হল একজন স্বামী/স্ত্রীর সাথে অন্যজনের আচরণ বা আচরণগত ধরণ দ্বারা সৃষ্ট মানসিক অবস্থা এবং অনুভূতি। শারীরিক নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে ভিন্ন, মানসিক নিষ্ঠুরতা হল

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে অনুমান করা অপরিহার্য। একজন স্বামী/স্ত্রীর আচরণের কারণে অন্যজনের মধ্যে যে যন্ত্রণা, হতাশা এবং হতাশার অনুভূতি তৈরি হয় তা কেবল তখনই বোঝা যাবে যখন দুই স্বামী/স্ত্রী তাদের জীবনযাপনের ঘটনা এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবে। উপস্থিত তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে সিদ্ধান্তটি নিতে হবে, যা সামগ্রিকভাবে নেওয়া হয়েছে। মানসিক নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে, বিচ্ছিন্নভাবে একটি দুর্ব্যবহারের উদাহরণ নেওয়া এবং তারপর এই প্রশ্ন তোলা সঠিক হবে না যে এই ধরনের আচরণ মানসিক নিষ্ঠুরতার জন্য যথেষ্ট কিনা। পদ্ধতিটি হওয়া উচিত রেকর্ডে থাকা প্রমাণ থেকে উদ্ভূত তথ্য ও পরিস্থিতির সামগ্রিক প্রভাব নেওয়া এবং তারপরে একটি ন্যায্য সিদ্ধান্ত নেওয়া যে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনে আবেদনকারী অন্যজনের আচরণের কারণে মানসিক নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছেন কিনা।"

এ. জয়চন্দ্র বনাম অনিল কৌর (২০০৫) ২ এস. সি. সি ২২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ আদালত বলেছে যে নিষ্ঠুরতা মানসিক বা শারীরিক হতে পারে এবং কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। যতদূর পর্যন্ত শারীরিক নিষ্ঠুরতার কথা বলা যায়, এটি সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে একটি বাস্তব অবস্থা থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে তবে মানসিক নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং তাই, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আদালতের এটি একটি প্রবল কর্তব্য যে অন্য পক্ষের কাজ একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং মানসিক প্রভাবের ভিত্তিতে নিষ্ঠুরতার সমান ঘটনাগুলির নিম্নলিখিতঃ

“১১. "নিষ্ঠুরতা" শব্দটি মানুষের আচরণ বা মানবিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত। এটি বৈবাহিক কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পর্কিত আচরণ। নিষ্ঠুরতা হল একটির এমন একটি পদ্ধতি বা আচরণ, যা অন্যটির উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। নিষ্ঠুরতা মানসিক বা শারীরিক, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হতে পারে। যদি এটি শারীরিক হয়, তাহলে আদালতের কোনও সমস্যা থাকবে না

এটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এটি বাস্তবতা এবং মাত্রার প্রশ্ন। যদি এটি মানসিক হয়, তাহলে সমস্যাটি জটিলতা তৈরি করে। প্রথমত, নিষ্ঠুর আচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করতে হবে, দ্বিতীয়ত, স্বামী/স্ত্রীর মনে এই ধরনের আচরণের প্রভাব, এটি যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা তৈরি করেছে কিনা যে অন্যের সাথে বসবাস করা ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকারক হবে। পরিশেষে, আচরণের প্রকৃতি এবং অভিযোগকারী স্বামী/স্ত্রীর উপর এর প্রভাব বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর বিষয়। তবে, এমন কিছু ক্ষেত্রে থাকতে পারে যেখানে অভিযোগ করা আচরণ নিজেই যথেষ্ট খারাপ এবং বেআইনি বা অবৈধ। তারপর অন্য স্বামী/স্ত্রীর উপর প্রভাব বা ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধান বা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আচরণ নিজেই প্রমাণিত বা স্বীকার করা হলে নিষ্ঠুরতা প্রতিষ্ঠিত হবে। (শোভা রানী বনাম মধুকর রেড্ডি দেখুন)।

১২. নিষ্ঠুরতা গঠনের জন্য, অভিযোগ করা আচরণ "গুরুতর এবং ভারী" হওয়া উচিত যাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে আবেদনকারী স্বামী/স্ত্রীর কাছ থেকে অন্য স্বামী/স্ত্রীর সাথে থাকার আশা করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নয়। এটি অবশ্যই "বিবাহিত জীবনের সাধারণ ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও গুরুতর কিছু"। পরিস্থিতি এবং পটভূমি বিবেচনা করে আচরণটি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে অভিযোগ করা আচরণটি বৈবাহিক আইনে নিষ্ঠুরতার সমান কিনা। উপরে উল্লিখিত আচরণকে পক্ষগুলির সামাজিক অবস্থান, তাদের শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের মতো বিভিন্ন কারণের পটভূমিতে বিবেচনা করতে হবে। কোন পরিস্থিতি নিষ্ঠুরতা গঠন করবে তার একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া বা সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া কঠিন। এটি এমন ধরণের হতে হবে যা আদালতের বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারে যে অন্য স্বামী/স্ত্রীর আচরণের কারণে পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কের এতটাই অবনতি হয়েছে যে মানসিক যন্ত্রণা, নির্যাতন বা যন্ত্রণা ছাড়া তাদের একসাথে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে, যাতে অভিযোগকারী স্বামী/স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চিত করতে পারেন। নিষ্ঠুরতা গঠনের জন্য শারীরিক সহিংসতা একেবারেই অপরিহার্য নয় এবং অপরিমেয় মানসিক যন্ত্রণা এবং নির্যাতনের ধারাবাহিক আচরণ আইনের ধারা ১০ এর অর্থ অনুসারে নিষ্ঠুরতা গঠন করতে পারে।

মানসিক নিষ্ঠুরতার মধ্যে থাকতে পারে মৌখিক গালিগালাজ এবং অপমান, নোংরা এবং অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, যার ফলে অন্য পক্ষের মানসিক শান্তি ক্রমাগত ব্যাহত হয়।”

নবীন কোহলি বনাম নীলু কোহলি, রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৬) ৪ এস. সি. সি ৫৫৮-এ শীর্ষ আদালত বলেছেঃ

“৫১. "নিষ্ঠুরতা" শব্দটি বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণ অর্থেই বোঝা উচিত। যদি অভিযোগ করা আচরণ বা নৃশংস কাজের প্রকৃতি দেখে ক্ষতি, হয়রানি বা আঘাত করার উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়, তাহলে নিষ্ঠুরতা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি মামলায় কোনও পার্থক্য তৈরি করা উচিত নয়। যেকোনো পক্ষের অনিচ্ছাকৃত কিন্তু অমার্জনীয় আচরণের মাধ্যমে নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটতে পারে। পক্ষগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের কারণেও নিষ্ঠুর আচরণ হতে পারে। মানসিক নিষ্ঠুরতা তখনই ঘটতে পারে যখন অন্য পক্ষ অভিযোগ করে যে আবেদনকারী একজন মানসিক রোগী, অথবা তার মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তার বিশেষজ্ঞ মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন, তিনি প্যারানয়েড ডিসঅর্ডার এবং মানসিক হ্যালুসিনেশনে ভুগছেন, এবং সর্বোপরি, অভিযোগ করে যে তিনি এবং তার পরিবারের সকল সদস্যই একদল পাগল। আবেদনকারীর পরিবারের সদস্যরা পাগল এবং তার পুরো পরিবারের মধ্যে এক ধরণের পাগলামি চলছে এই অভিযোগও মানসিক নিষ্ঠুরতার একটি কাজ।”

বৈবাহিক বিরোধের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার ধারণা সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক প্রণীত আইনটি স্বতঃসিদ্ধভাবে বিবেচনা করা উচিত। নিষ্ঠুরতা, বিশেষ করে মানসিক নিষ্ঠুরতা মূলত আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে পক্ষগুলি যে রীতিনীতি, পরিবেশ এবং জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত, তার উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত; সর্বোপরি তাদের জীবনের সাথে সংযুক্ত মানবিক মূল্যবোধ। একজন বিচারকের পক্ষে তাদের নিজস্ব ধারণার ভিত্তিতে নিষ্ঠুরতার সিদ্ধান্ত নেওয়া বা ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই তার জীবনে অর্জিত মূল্যবোধ আমদানি করা নিরাপদ হবে না।

আদালত পক্ষগুলির সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেবে, যা নির্ভর করে তারা যে বাড়িতে বড় হয়েছে তার পরিবেশ এবং তারা যে সংস্কৃতি ও রীতিনীতিতে অভ্যস্ত তার উপর। সকল মানুষের সাথে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করা নিরাপদ পথ নাও হতে পারে কারণ এটি একজন পুরুষ থেকে মানুষে পরিবর্তিত হয়, যা তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। সর্বোপরি, নিষ্ঠুরতা গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল, কাজটি বা আচরণ, যা ক্ষতিকারক, অন্য স্বামী/স্ত্রীর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং একই ছাদের নীচে একসাথে থাকার সময় জীবনে বিপদের আশঙ্কা তৈরি করে। আমরা সমাজের দ্রুত বর্ধনশীল আমূল পরিবর্তনগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি না এবং একজনের আচরণ গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং অক্ষমতা, একটি নির্দিষ্ট মামলার বাস্তবতার উপর নির্ভর করে একটি কারণ হতে পারে। এটি আরও ব্যক্তিগত, যদিও সম্প্রদায়, সমাজ এবং বাড়ির পরিবেশের সাথে দূরবর্তী সম্পর্ক রয়েছে।

বর্ণিত আইনের বিস্তৃত দিক বিবেচনা করলে, তাৎক্ষণিক মামলায় বিবাদীর এই আচরণকে নিষ্ঠুরতা হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের কাছে কঠিন বলে মনে হয়। আমরা আইনের এই ধারণাও ভুলে গেছি যে বৈবাহিক মামলায় সিদ্ধান্ত মামলা দায়েরের সময় করা নিষ্ঠুরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রতিরক্ষায় অন্য পক্ষের করা অপ্রমাণিত অভিযোগ থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এটি একজন ব্যক্তির চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। স্ত্রী স্বামীর ভাইয়ের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তার জবানবন্দিতে চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে পারেননি। বিবাদীর স্পষ্ট অবস্থান হল যে উক্ত ভাই কখনও পক্ষগুলির আবাসস্থলে যাননি যা বিবাদীর দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে তার সাক্ষ্যে পক্ষগুলির বড় মেয়ে আরও নিশ্চিত করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে, সন্তান মায়ের প্রতি বেশি আবেগগতভাবে সংযুক্ত থাকে এবং এমন কিছু বলতে আসে না যা সত্য নয়। বিবাহের মামলায় মামলাকারী পক্ষের সাক্ষ্যের তুলনায় মেয়ের সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নির্ভরতা বেশি।

এটি আরেকটি বিষয়ের দিকে ঠেলে দেয় যখন বিবাদী প্রকাশ করেন যে আপিলকারীকে একজন প্রতিবেশী অপহরণ করেছে এবং পুলিশ তাকে তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ক্ষেত্রে মেয়ের প্রমাণ দেখা উচিত যেখানে সে প্রকাশ করেছে যে আপিলকারী অন্য একজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে আপিলকারী উক্ত মেয়েকে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে পক্ষগুলির বাসভবনে আসার সময় উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত তথ্য প্রকাশ না করার জন্য নিষেধ করেছেন। আপিলকারীর নির্দেশে জবানবন্দিতে উপরোক্ত বিবৃতিটি বিতর্কিত নয়। অধিকন্তু, বিবাদী কখনও আপিলকারীকে উক্ত সম্পর্কের জন্য কলঙ্কিত করেননি কারণ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আপিলকারীকে অপহরণের জন্য এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল যার ফলে আপিলকারীর বক্তব্যের ভিত্তিতে মামলাটি বন্ধ হয়ে যায়। বিবাদীর গৃহীত এই ধরনের পদক্ষেপ আপিলকারীর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলেছে বলে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং তাই এটি নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ১৩ (১) (i-a) অনুসারে, বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি কেবলমাত্র অন্য পক্ষের দ্বারা সংঘটিত নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতেই মঞ্জুর করা যেতে পারে।

যে মুহূর্তে বিবাদীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার কাজ প্রমাণিত হয়নি, সেই মুহূর্তে বিচারিক আদালতের আবেদন খারিজ করার রায়ে কোনও দুর্বলতা বা অবৈধতা নেই। তা ছাড়া, মেয়ের দ্বারা উক্ত তথ্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও বিবাদীর আপিলকারীর প্রতি এখনও ভালোবাসা এবং স্নেহ ছিল এবং লিখিত বিবৃতি এবং জবানবন্দিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিনি এখনও সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক। পক্ষগুলির নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাই আমরা বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি খুঁজে পাই না।

এইভাবে আপিল খারিজ করা হয়।

খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা হবে।

আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal